بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Reprinted, dec 2024

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

The Accepted Whispers
–এর অনুবাদ

দৈনন্দিন আমলের জন্য ২০০ এর বেশি
কুরআন ও হাদীসের দুআ

মুনাজাতে মাকবুল

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

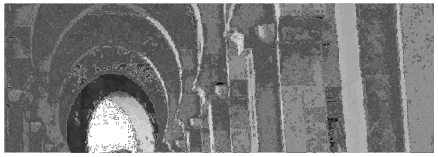

দুআ ও যিকির মুনাজাতে মাকবুল

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৬-২০২৪ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
চতুর্থ প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৪ / জুমাদাল উলা ১৪৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০২০ / সফর ১৪৪২
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১৮ / শাওয়াল ১৪৩৯
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৬ / রজব ১৪৩৭
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব, তৈয়বুর রহমান
ISBN : 978-984-91176-8-1

মূল্য : ৳২৪০.০০ (দুই শত চল্লিশ টাকা মাত্র) USD: **12.00**

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

মুনাজাতে মাকবুল হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১২৮০-১৩৬২ হিজরী)-এর একটি বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সংকলন। কুরআন ও হাদীসের দুআ সম্বলিত এ কিতাব অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক খালেদ বেগ কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত *The Accepted Whispers* এ ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। *মুনাজাতে মাকবুল* নিয়ে এত তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণধর্মী প্রকাশনা সম্ভবত আর কোনো ভাষায় হয়নি। অনুবাদক *মুনাজাতে মাকবুল*-এর দুআগুলোর অর্থ কেবল ইংরেজিতে অনুবাদই করেননি, বরং প্রতিটি দুআর মূল উৎস উল্লেখপূর্বক মূল্যবান টীকাও সংযোজন করেছেন। এসব টীকায় দুআর সারমর্ম, প্রেক্ষিত ও ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে যা এক কথায় অসাধারণ। এ উপলব্ধি থেকে কিতাবটির বাংলা অনুবাদ করে এদেশের পাঠকদের জন্য প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করেছি। উল্লেখ্য, নিউজিল্যাণ্ড প্রবাসী মুহাম্মাদ এহসান উদ্দীন ফয়সল সাহেব কিতাবটি সরবরাহ করে এ কাজে আরও উৎসাহ জুগিয়েছেন। মহান আল্লাহ তার চেষ্টা ও আগ্রহকে কবুল করেন।

একজন পাশ্চাত্যের মুসলমান ভারত উপমহাদেশের কোনো বুযুর্গানে দ্বীনের কিতাব ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন—এটা খুব বেশি আশা করা যায় না। আলহামদুলিল্লাহ, এখন এ ধরনের অনেক কাজ হচ্ছে। খালেদ বেগ পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। আল-বালাগ ই-জার্নালের সম্পাদক। ইসলাম এবং সমসাময়িক বিষয়ের উপর ১৯৮৬ সাল থেকে লিখছেন। তার লেখার ধরন, ভাষা শৈলী ও গতিময়তা যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি তার অন্তর্নিহিত ইসলামী বোধ ও প্রকাশ এদেশের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতেও প্রশংসনীয়। *The Accepted Whispers* তার একটি অনন্য কীর্তি। কিতাবটি বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তার লিখিত অনুমতি নেওয়া হয়েছে। তিনি কিতাবটি বাংলা ভাষায়

অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুব খুশি হয়েছেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

আমি আলেম নই। তবে আল্লাহ তাআলা এদেশের অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার তাওফিক দিয়েছেন। তার সোহবতের অসিলায় মনে হয়, আল্লাহ তাআলা দয়া করে এ অযোগ্যকে কাজটি করার সৌভাগ্য নসীব করেছেন। প্রফেসর হযরতের কাছেই এ কিতাবটি আমার প্রথম দেখার তাওফীক হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করেন। উল্লেখ্য, কুরআন মাজীদের দুআগুলোর অর্থ তরজমার ক্ষেত্রে সৌদি সরকার কর্তৃক প্রকশিত সংক্ষিপ্ত *মাআরেফুল কুরআন*-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আর হাদীসের দুআগুলোর তরজমা মূল কিতাবের ইংরেজি অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত *মুনাজাতে মাকবুল*-এর অন্যান্য অনুবাদগ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে সবক্ষেত্রেই মূল ইংরেজি কিতাবের অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। এ কিতাব সব শ্রেণির পাঠকের নিকট দুআগুলোর তাৎপর্য ও আমলের গুরুত্বকে অর্থবহ করে তুলবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। সবাইকে এর অসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও অনুবাদক

২৩ রজব ১৪৩৭ হিজরী
৩০ এপ্রিল ২০১৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
দুআ এবং দুআর আদব	১৩
কিতাবটি পাঠ করার পদ্ধতি	২০
একটি বিশেষ দুআ	২১
শনিবার	২২
রাবিবার	৫০
সোমবার	৭২
মঙ্গলবার	৯০
বুধবার	১১২
বৃহস্পতিবার	১৩০
শুক্রবার	১৪৮
সমাপ্তি দুআ	১৬৪
গ্রন্থপঞ্জি	১৬৫

উৎসর্গ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আব্দুল্লাহর পুত্র
সর্বশেষ নবী
সারা জাহানের জন্য রহমত
তার দুআসমূহ আমাদের জন্য আরেকটি রহমত ও করুণা লাভের মাধ্যম
এগুলো ছাড়া জীবন কি দুর্বিসহ হতো!
তাকে ছাড়া জীবন কি কঠিন হতো!

আল্লাহ তাআলা তার উপর, তার পরিবার ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আমীন।

ভূমিকা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জনপদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন বিপদ-আপদে নিপতিত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তারা কেন আল্লাহর কাছে এর প্রতিকারের জন্য দুআ করে না?' বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব মুসলমান নানা দুর্যোগ, দুর্দশা ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, এ প্রশ্ন তাদের জন্যও প্রযোজ্য।

বিষয়টি এমন নয় যে, দুআ করাই আমরা ভুলে গিয়েছি; বরং আমরা প্রতিদিনই তা করি। তবে দুআ করার নিগূঢ় তাৎপর্য এবং গুরুত্ব আমরা ভুলে বসে আছি। কখনো কখনো এটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণত যখন আমাদের সব জাগতিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন আমরা দুআর মুখাপেক্ষী হই। এটা যেমন আমাদের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়, তেমনি আবার অনেক সময় জবানেও বলে ফেলি। এটা বলা খুব আশ্চর্যজনক হবে না যে, দুআ করাটা যেন আমাদের হতাশারই বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলে!

এটা খুবই দুঃখজনক অবস্থা। অথচ দুআ হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য বিশাল হাতিয়ার। দুআ ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে যা আর অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। এটা ইবাদতের সার। দুআ কখনো বিফল হয় না, আবার এটা ছাড়া সফল হওয়াও অসম্ভব। সবকিছুতে দুআ-ই ঈমানদারদের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ অবলম্বন হওয়া উচিত। তার সব পরিকল্পনা ও কর্মের ভিত্তি হওয়া উচিত দুআ। সব কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন সেটা সহজে মোকাবেলা করার তাওফীক দেন; তার নির্দেশিত পথে চলার জন্য আমরা তারই কাছে সাহায্য চাই; আমাদের সব চেষ্টা-সাধনাকে সফল করার জন্য তার কাছেই করুণা প্রার্থনা করি। আমরা যখন অসুস্থ হই, তখন নিশ্চিত জানি যে, তার সাহায্য ও ইচ্ছা ছাড়া একজন ভালো ডাক্তার মিলবে না; আবার তার নির্দেশ ছাড়া একজন ভালো ডাক্তারও আমার রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবে না; সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসাও তার আদেশ ছাড়া ফলপ্রসু হবে না। আমরা এরকম সব কিছুর জন্য দুআ করি। চিকিৎসার আগে, চিকিৎসার

সময় এবং চিকিৎসার পরেও আমরা তার কাছে দুআ করি। এ কথা অন্যান্য বিপদ-আপদের বেলায়ও সত্য।

দুআ মানে মহান আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলা যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং আমাদের প্রভু যিনি পরম জ্ঞানী, প্রচণ্ড প্রতাপশালী। দুআ তার প্রতি বিশাল আনুগত্যের প্রতীক। এর মাধ্যমেই মানুষ তার সাথে সবচেয়ে বেশি নির্ভরতা, স্বাধীনতা, সক্ষমতা এবং সহজতর ভঙ্গিমায় কথা বলতে পারে। আমরা তার কাছেই আশ্রয় চাই, কারণ আমরা জানি, তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি আমাদের কষ্ট লাঘব করতে পারেন এবং আমাদের যাবতীয় সমস্যা দূর করতে পারেন। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে যাবতীয় সমস্যার কথা পেশ করে আমরা মনে প্রশান্তি অনুভব করি। তার সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা বলিষ্ঠ হয়ে উঠি। আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, চারিদিকে তার রহমত আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, সহায়-সম্পত্তিসহ অনেক কিছু দান করেছেন যা অর্জন করার কোনো যোগ্যতা আমাদের ছিল না। এটা তার হিকমত এবং এতে গভীর উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। আমাদের শারীরিক সুস্থতা এবং অসুস্থতা, আমাদের বাহ্যিক সফলতা এবং ব্যর্থতা, আমাদের প্রাপ্তি এবং ক্ষতি—সবকিছুই পরীক্ষা। 'তিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে আমলে কে উত্তম।' (সূরা মূলক, ৬৭:২)

দুনিয়ার এ বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি যা মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতে আমরা যেভাবে আচরণ করি, তার উপর আখেরাতে আসল সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। যখন আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে, তখন কি আমরা তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি না ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করি? যখন কোনো কিছু আমাদের মন মতো হয় না, তখন কি এ ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছাকে আমরা মেনে নেই? কোনো প্রাপ্তিতে আমরা কি তার শোকর আদায় করি, নাকি নিজের অর্জন বলে গর্ববোধ করি?

আমরা তার কাছে দুআ করি, কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি দান করতে পারেন। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তার মুখাপেক্ষী। সবকিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান, তার উপর কারও কোনো ক্ষমতা নেই। তার জ্ঞান অসীম।

অথচ আমাদের সীমায়িত জ্ঞান তার তুলনার কোনো যোগ্যতা রাখে না। তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তার গোলাম। তিনি এ দুনিয়াতেই আমাদের দুআ কবুল করতে পারেন; অথবা আখেরাতে এর বদলা দিতে পারেন; অথবা আমরা যা চেয়েছি, তা থেকে তিনি আরও উত্তম জিনিস আমাদেরকে দান করতে পারেন।

ছোট-বড় সব কিছুর জন্যই আমাদের আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা উচিত। ছোট এবং বড়-এর তারতম্য করার বিষয়টি হিকমতপূর্ণ। জ্ঞানীদের কাছে এ তারতম্যের কোনো মূল্য নেই। কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলার জন্য 'বড়' নয় যা আমরা চাই। আবার যিনি চাচ্ছেন, তার জন্য কোনো প্রাপ্তিই 'ছোট' বা তুচ্ছ নয়। তাই সামান্য জুতার ফিতার জন্যও আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে বলা হয়েছে। আমাদেরকে একজন ভিক্ষুক, একজন অসহায়ের মতো তার কাছে চাইতে বলা হয়েছে। কারণ সত্যিকার অর্থে আল্লাহর তুলনায় আমাদের অবস্থান এরকমই। আবার কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা এবং আস্থা নিয়ে দুআ করতে হবে। অমনোযোগী এবং আস্থাহীন দুআ দুআ-ই নয়।

দুআকারী কখনো বঞ্চিত হয় না। দুআ হচ্ছে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ মাধ্যম। মাওলানা মনযূর নোমানী রহ. বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কারণ তিনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রতি অনুগত ছিলেন।' 'যদি কেউ রাসূলের দুআসমূহ গভীরভাবে অনুশীলন করে, তাহলে সে সহজেই স্রষ্টার সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের ব্যাপারে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে পারবে।' এই উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআসমূহ সবচেয়ে বড় আত্মিক উপকরণ।

এজন্য অনেক উলামায়ে কেরাম এসব দুআসমূহকে আলাদা পুস্তাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-যাযারি রহ. (৭৫১-৮৩৩ হি.) কর্তৃক সংকলিত '*আল-হিসন আল-হাসিন*' (অলঙ্ঘনীয় দূর্গ) একটি উল্লেখযোগ্য কিতাব যা কুরআন, হাদীস এবং ফিকহের আলোকে খুবই প্রসিদ্ধ। কিতাবটি ৭৯১ হিজরীর যিলহজ মাসে সংকলন করা হয়েছিল যখন ইসলামের শত্রুরা দামেস্ক শহরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। সংকলক কর্তৃক এ কিতাবের দুআসমূহ কিছুদিন নিয়মিত পড়ার পর শত্রুবাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দামেস্ক শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ কারণে দুর্যোগ-দুর্বিপাকে কিতাবটির দুআসমূহ পড়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। কিতাবটিতে দুআসমূহ সাতটি

অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। সপ্তাহের সাতদিনের প্রতিদিন আমল করার সহজ উপায় হিসেবে তা করা হয়েছিল।

একইভাবে মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃত্যু ১০১৪ হি.) দৈনন্দিন আমল করার জন্য '*আল-হিযাব আল-আযম*' (বিশ্বস্ত দুআর কিতাব) সংকলন করেছিলেন। প্রাত্যহিক আমলে এ কিতাবের দুআসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা সহজ ছিল। এ দুআসমূহ পাঠের সময়টুকুকে একজন তার দিনের সবচেয়ে উত্তম আমল হিসেবে মনে করত। অধিকন্তু কিছুদিন নিয়মিত পড়ার দ্বারা একজন সহজেই এ কিতাবের অনেক দুআ মুখস্থ করে ফেলতে পারত। এর জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হতো না। তারপর সেগুলো প্রয়োজনে বর্ণনাও করতে পারত।

এ কিতাবটি '*মুনাজাতে মাকবুল*'-এর অনুবাদ এবং এটি মূলত *আল-হিযাব* কিতাবের আদলে সাজানো হয়েছে। এ কিতাবটি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. *কুরুবাত ইনদা লিল্লাহ ওয়া সালাওয়াতুর রাসূল* (দুআ যা আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং রাসূলের দুআসমূহ) নামে সংকলন করেছিলেন। পরবর্তীতে তার শিষ্যরা উর্দুতে এর অনুবাদ করেন। তারা এর নামকরণ করেছিলেন *মুনাজাতে মাকবুল*। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর *বেহেশতী জেওর* কিতাবের মতো *মুনাজাতে মাকবুল* কিতাবটিও ভারত উপমহাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে ঘরে ঘরে এ কিতাব স্থান করে নেয়।

বইটিতে তথ্যসূত্রসহ আরবী দুআর পাশাপাশি তরজমা ও টীকা সংযুক্ত করা হয়েছে। দুআর পটভূমি, ব্যাখ্যা অথবা এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য টীকা দেওয়া হয়েছে। এতে দুআর অর্থ সহজে হৃদয়াঙ্গম করা এবং বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজ হবে যা পাঠকদের দুআসমূহ থেকে আরও বেশি উপকৃত করবে।

বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় প্রকাশিত মুনাজাতসমূহের আরবী ইবারত হাদীসের কিতাবের সাথে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে এবং হাদীস অনুযায়ী প্রয়োজনে পরিবর্তন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত '*মুনাজাতে মাকবুল*' বইটিতে অনেক মুদ্রণভুলও ছিল। এগুলো সংশোধন করা হয়েছে। দুআ সমূহের বিস্তারিত তথ্যসূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

আমার সন্তানেরা এ বই প্রকাশে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। আমার মেয়ে আরিবা এবং সুমাইয়া আরবী ইবারত টাইপ করেছে। শোয়াইব প্রুফরিডিং করে সহায়তা করেছে। মুনীব তথ্যসূত্র খুঁজে বের করে বিস্তারিত নোট সংযোজন করেছে। তার উপর বইটির অঙ্গসজ্জারও দায়িত্ব ছিল। আর বরাবরের মতো আমার স্ত্রীর উৎসাহ, সাহস এবং সহযোগিতা ছাড়া এ কিতাব প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। আমাকে, আমার পরিবারকে এবং যারাই এ কিতাব প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আপনাদের দুআয় মনে রাখার জন্য পাঠকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

সব পরিস্থিতিতে এবং সবসময় আমাদের দুআ করা প্রয়োজন। এখন যে সমস্যার আবর্তে আমরা বসবাস করছি, আমাদের জন্য এর প্রয়োজন আরও বেশি। সারাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই মুসলমানদের ভাই-বোনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নিপীড়নের খবর পাওয়া যায়। আমরা এর জন্য কি করতে পারি? আমরা হয়তো তাদের জন্য নিজেদের অসহায়ত্বের কথা ভেবে অনবরত দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হতে পারি, অথবা আমরা সবকিছু ভুলে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতে পারি, কিংবা আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করতে পারি, যিনি একাই সবকিছুকে পরাভূত করতে পারেন।

দুআ আমাদের জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে। এমনকি আমাদের অবস্থা ও ভাগ্যকেও পরিবর্তন করতে পারে। এটাই ঈমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আল্লাহ তাআলা এ কিতাবটির অসিলায় আমাদেরকে সে শক্তি অর্জনের তাওফীক নসীব করুন।

খালেদ বেগ

১৬ রযব ১৪২৬
২১ আগস্ট ২০০৫

দুআ এবং দুআর আদব

কুরআন এবং হাদীস শরীফে আমাদের যে কোনো প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করার অনেক বেশি গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। একইসাথে দুআ করার আদব সম্পর্কেও বলা হয়েছে। নিচে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

■ গুরুত্ব

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ۝

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাক। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। নিশ্চয়ই অহঙ্কার বশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা গাফির, ৪০ :৬০)

এ আয়াতে দুআ এবং ইবাদত পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, দুআ একটি ইবাদত।

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ۝

আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে—বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৬)

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ۝

বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদের পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা নমল, ২৭ : ৬২)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য দুআর দরজা খুলে দেওয়া হলো, মূলত তার জন্য রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হলো। আল্লাহ্ তাআলার নিকটে যা কিছু কামনা করা হয়, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা তার নিকট বেশি প্রিয়।[১]

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে যে লোক চায় না, আল্লাহ তাআলা তার উপর নাখোশ হন।'[২]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দুআয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দুআকে আবশ্যক করে নাও।'[৩]

■ আদব

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ, ৭ : ৫৫)

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রেখে দুআ কর, নিশ্চয়ই জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলা অমনোযোগী দিলের দুআ কবুল করেন না।'

[১] *সুনান আত-তিরমিযি* এবং *ইবনে মাযাহ*।
[২] *সুনান আত-তিরমিযি*।
[৩] *সুনান আত-তিরমিযি* এবং *মুসনাদে আহমাদ*।

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি কেউ কঠিন ও দুর্দিনে আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের দুআ কবুলের আশা করে, তাহলে সে যেন ভালো অবস্থায় বেশি বেশি দুআ করে।'[৪]

■ পদ্ধতি

১। হালাল রিযিক দুআ কবুল হওয়ার শর্ত

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি কেবল পবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন। তিনি ঈমানদারদের হুকুম করেছেন যেমন নবীদেরকেও করেছেন। তিনি নবীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'হে নবীগণ! পবিত্র জিনিস আহার করুন এবং নেক আমল করুন। আমি খুব ভালো করেই জানি তোমরা যা কর।' এবং তিনি আরও বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র জিনিস দিয়েছি, সেখান থেকে আহার কর।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছে এবং এজন্য তার চেহারা উস্ক খুস্ক এবং ধূলোয় আচ্ছাদিত হয়ে আছে। সে দুআ করছে, 'হে প্রভু! হে প্রভু!' কিন্তু সে হারাম খাবার খায়, হারাম পানীয় পান করে, হারাম পোষাক পরিধান করে এবং তার শরীর হারাম জিনিসের উপর লালিত-পালিত হচ্ছে। কিভাবে তার দুআ কবুল হতে পারে?'[৫]

২। অন্যের জন্য দুআ করার আগে নিজের জন্য দুআ করা

উবাই ইবনে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার জন্য দুআ করতেন, আগে নিজের জন্য করতেন।'[৬]

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণে গভীর হিকমত রয়েছে। আমাদের সবারই সবসময় আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া প্রয়োজন। এভাবে নিজের জন্য আগে দুআ করার অভ্যাস করলে অন্যের জন্য দুআ করার ক্ষেত্রে নিজের অমুখাপেক্ষিতা অথবা তাদের চেয়ে নিজেকে উত্তম মনে হবে না।

[৪] *সুনান*, আত-তিরমিযি।
[৫] *সহীহ*, মুসলিম।
[৬] *সুনান*, আত-তিরমিযি।

৩। দুআর আগে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর দরূদ পড়া

ফাযালাহ ইবনে উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলের উপর দরূদ না পড়েই দুআ করতে শুনলেন। এজন্য তিনি বললেন, 'লোকটি তাড়াহুড়ো করেছে।' তখন তিনি লোকটিকে কাছে ডাকলেন এবং তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন, 'যখন কেউ নামায আদায় করে, তারপর (দুআ করার জন্য) সে যেন তার রবের হামদ এবং ছানা দিয়ে শুরু করে। তারপর বলবে, রাসূলের উপর সালাম, তারপর সে দুআ পাঠ করবে।'[৭] এ হাদীসে যদিও নামাযের পর দুআ করার ক্ষেত্রে এরূপ করতে বলা হয়েছে, তবে উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, নামাযের পর অথবা নামাযের বাইরে সব দুআর আগেই আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলের উপর দরূদ দিয়ে শুরু করা উচিত।

৪। দুআ শেষে আমীন বলা

আবু যুহাইর ইবনে নুমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'আমরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমরা একজন লোককে খুব আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে দুআ করতে দেখলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থামলেন এবং তার দুআ শুনতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, 'যদি সে দুআকে মোহরযুক্ত করত, তাহলে সেটা অবশ্যই কবুল হবে।' একজন জিজ্ঞেস করল যে, কিভাবে দুআকে মোহরযুক্ত করা যায়? তিনি বললেন, 'দুআ শেষে আমীন বলে। যদি সে দুআ শেষে আমীন বলত, তাহলে সেটা অবশ্যই কবুল হতো।'[৮]

৫। অন্যের কাছে দুআ চাওয়া

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলাম এবং তিনি এই বলে আমাকে অনুমতি দিলেন যে, 'প্রিয় ভ্রাতা! আমাদেরকেও তোমার দুআয় শরীক কর এবং ভুলে যেও না।' এই সম্বোধন (প্রিয় ভ্রাতা)

[৭] *সুনান*, আত-তিরমিযি এবং *সুনান*, আবু দাউদ।
[৮] সুনান, আবু দাউদ।

সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি সমগ্র দুনিয়ার বিনিময়েও এটাকে হাতছাড়া করব না।'[৯]

'উখাইয়া' 'আখি' শব্দের ক্ষুদ্রতাবোধক অনুসর্গযুক্ত শব্দ। এর দ্বারা ছোট ভাই বোঝায় এবং তা ভালোবাসার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্য সাইয়্যিদিনা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত এ শব্দকে দুনিয়ার সব কিছু থেকে মূল্যবান মনে করেছেন। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারা পবিত্র জায়গাসমূহ যিয়ারতে যাবে, তাদের কাছে আমাদের নিজের জন্য দুআ চাওয়া উচিত। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, আমাদের ছোটদের কাছেও আমরা এ দুআ চাইতে পারি।

■ দুআ কবুল হওয়ার আলামত

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তিনজনের দুআ অবশ্যই কবুল করা হয়: পিতামাতার দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং মজলুমের দুআ।[১০]

এ হাদীসের অনেক তাৎপর্য রয়েছে। নিজের সন্তানদের জন্য আমাদের দুআ করা উচিত। আমাদের পিতামাতা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তাদের কাছে দুআর জন্য অনুরোধ করা উচিত এবং ভালো আচরণ করে তাদের অন্তরকে খুশি করার মাধ্যমে তা অর্জনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। মুসাফিরের যত্ন নেওয়া উচিত যেন আমরা তাদের দুআ পেতে পারি। (এটা বলা নিস্প্রয়োজন যে, এখানে ঐসব মুসাফিরদের কথা বলা হচ্ছে, যারা ভালো উদ্দেশ্যে সফর করে থাকে। পাপ কাজে লিপ্ত মুসাফিরদের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়।) আমাদের অবশ্যই খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন, আমরা যেন কারও উপর জুলুম না করি। কারণ আল্লাহ তাআলা মজলুমের দুআ কবুল করেন। অন্যদিকে মজলুমের সাহায্যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত যেন আমরা তার দুআ লাভ করতে পারি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচ প্রকারের দুআ কবুল

[৯] *সুনান*, আত-তিরমিযি; *সুনান*, আবু দাউদ।
[১০] *সুনান*, আত-তিরমিযি; *সুনান*, আবু দাউদ; *সুনান*, ইবনে মাযাহ।

করা হয়: মজলুমের দুআ যতক্ষণ না সাহায্য আসে, ঘরে ফেরার পূর্ব পর্যন্ত হাজীদের দুআ, জিহাদ অবস্থায় দুআ, অসুস্থ অবস্থায় দুআ এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দুআ। তারপর তিনি আরও বলেন, 'এসব দুআর মধ্যে অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দুআ সবচেয়ে আগে কবুল করা হয়।'[১১]

আল-ইরবায ইবনে সারিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফরয নামাযের পর দুআ করলে দুআ কবুল হয়। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত শেষে দুআ করলে দুআ কবুল হয়।'[১২] জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাতে এমন একটি ক্ষণ আছে যখন বান্দা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো কল্যাণের জন্য দুআ করে, আল্লাহ তখন সেটা কবুল করে নেন। আর এটা প্রতি রাতেই ঘটে।'[১৩]

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে কোনো মুসলমানই দুআ করুক না কেন, যদি গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার দুআ না করে, তবে আল্লাহ তাকে ঐ দুআর বরকতে তিনটি জিনিসের মধ্য হতে একটি জিনিস নিশ্চয়ই দান করেন। হয়তো তখনই প্রার্থিত জিনিস দান করেন, না হয় আখেরাতে দেওয়ার জন্য গচ্ছিত রাখেন, না হয় তার উপর থেকে কোনো বিপদ-আপদ দূর করে দেন।' সাহাবীগণ তখন বললেন, 'তবে তো আমরা খুব বেশি দুআ করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তাআলার দরবারে (তোমরা যত চাইবে, তা অপেক্ষা) আরও অধিক আছে।'[১৪]

[১১] *আদ-দাওয়াত আল-কাবির*।
[১২] *তাবারানী*।
[১৩] *সহীহ মুসলিম*।
[১৪] *মুসনাদে আহমাদ*।

কিতাবটি পাঠ করার পদ্ধতি

এ কিতাবটি প্রতিদিন পাঠ করার জন্য সংকলন করা হয়েছে। সবচেয়ে উত্তম হলো, এজন্য দিনে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে নেওয়া।

দুআসমূহের অর্থ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরুতে একবার পড়ে নেওয়া ভালো। তাতে দুআসমূহের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বুঝে আসবে। কেবল পাঠ করার পরিবর্তে সত্যিকার অর্থে দুআ করার ক্ষেত্রে এটা খুব সহায়ক হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অর্থ এবং ব্যাখ্যাসমূহ দেখলেই যথেষ্ট হবে।

প্রতিদিন কেবল আরবী দুআসমূহ পাঠ করতে হবে যা পড়ার সুবিধার্থে আলাদা বক্সে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখিত দুআ প্রতিদিন বা মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট দিনের দুআর পূর্বে পাঠ করা যেতে পারে।

একটি দুআ

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী রহ. কর্তৃক রচিত

نَحْمَدُكَ يَا خَيْرَ مَأْمُوْلٍ وَأَكْرَمَ مَسْئُوْلٍ عَلٰى مَاعَلَّمْتَنَا مِنَ الْمُنَاجَاتِ الْمَقْبُوْلِ مِنْ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدَّبُوْرُ وَالْقَبُوْلُ وَانْشَعَبَتِ الْفُرُوْعُ مِنَ الْأُصُوْلِ ثُمَّ نَسْأَلُكَ بِمَا سَنَقُوْلُ وَ مِنَّا السُّؤَ الُ وَمِنْكَ الْقُبُوْلُ

আমরা আপনার প্রশংসা করি, হে সর্বোত্তম দাতা যার কাছে আশা করা যায় এবং হে মহান সত্তা যার কাছে চাওয়া যায়। আপনিই আমাদেরকে এমন দুআ শিখিয়েছেন যা আপনার কাছে গৃহীত, যা ‘কুরুবাত ইনদা লিল্লাহ ওয়া সালাওয়াতুর রাসূল’ বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর রহম করুন যতদিন পূর্ব-পশ্চিমের বাতাস প্রবহমান থাকে এবং যতদিন মূল থেকে গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে (কিয়ামত দিবস পর্যন্ত)। ঐসব দুআ যা সামনে লেখা হয়েছে তা দিয়ে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের পক্ষ থেকে দুআ এবং আপনার কাছ থেকে মঞ্জুরী।

শনিবার

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দান কর দুনিয়াতেও কল্যাণ এবং আখেরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

(২) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর সবরের গুণ ঢেলে দিন এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখুন আর কাফের সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করুন।

১। সূরা বাকারা, ২:২০১।

এটা খুবই পরিচিত দুআ। যদি কোনো মুসলমান আরবীতে কোনো দুআ জেনে থাকে, তাহলে খুব সম্ভব সেটা এ দুআটিই হবে। তবে এর শিক্ষা এবং গুরুত্ব অনেকেই খেয়াল করে না।

ইসলামের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হচ্ছে, এ ধর্ম সবকিছুতেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। এমনকি দুনিয়া এবং আখেরাতের বিষয়েও। দুনিয়া আখেরাতের মতই গুরুত্বপূর্ণ; আমরা এখানে যে ফসল বুনব, সেখানে গিয়ে তার ফল ভোগ করব। আমরা দুআয় দুটোই উল্লেখ করি এবং স্বাভাবিক ক্রমধারাও বজায় রাখি। কিন্তু আমরা যা খুঁজে ফিরি, তাতেই চরম পার্থক্য হয়ে যায়। এ পৃথিবীর ধন-সম্পদ তালাশ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এর চেয়ে ভালো কিছু; দুনিয়াতে এবং আখেরাতে।

‘হাসানাহ’ বলতে প্রত্যেক ভালো জিনিসকেই বোঝায়: স্বাস্থ্য, জীবিকা, মৌলিক প্রয়োজনসমূহ, ভালো মনোবল, ভালো কাজ, উপকারী জ্ঞান, মান-সম্মান, ঈমানের দৃঢ়তা এবং ইবাদতে একাগ্রতা। সত্যিকার অর্থে এ দুনিয়ার সব কিছুই ভালো যদি সেটা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে আখেরাতে সুফল বয়ে আনে। এ দুআর মাধ্যমে মুসলমানরা কেবল দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা যেমন পুরোপুরিভাবে দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে লক্ষ্য বানায় না, আবার এর কিছুই তার প্রয়োজন নেই—তাও বলে না।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অসুস্থ সাহাবীকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে এজন্য কোনো দুআ করেছে কিনা জানতে চাইলেন। সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। তিনি যে দুআ করেছিলেন তা হলো, ‘হে আল্লাহ, আপনি আখেরাতে আমাকে যে শাস্তি দিতে চান, তা এ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।’

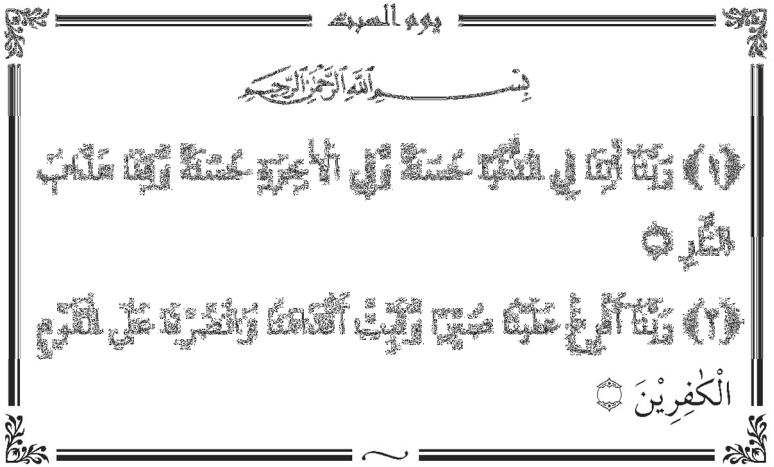

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঐরকম দুআ করতে নিষেধ করলেন এবং এই দুআ শিক্ষা বললেন। সাহাবী এ দুআ করার পর সুস্থ হয়ে উঠলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই এ দুআ করতেন (বুখারী)। তিনি তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামিনি এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী জায়গায় এ দুআ তিলাওয়াত করতেন (আবু দাউদ)। তিনি যখন কারও সাথে মুসাফাহা করতেন, এ দুআ না পড়ে তার হাত ছাড়তেন না (ইবনে আস-সুন্নি)। ইমাম নববী রহ. কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে এ দুআ পড়তে বলতেন। সালাতুল হাজত নামায শেষে এ দুআ পড়ার কথাও জানা যায়।

২। সূরা আল-বাকারা, ২:২৫০।
এটা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বনি ইসরাইলের দুআ। ফিলিস্তিনের নেতা ছিল জালুত (গোলিয়াথ) এবং বনি ইসরাইলের নেতা ছিল বাদশা তালুত। বনি ইসরাইলরা তখন মুসলমান ছিল। আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করে বিজয় দান করেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম জালুতকে কতল করেন।

জীবনের সব দুঃখ-কষ্টে সবরের বিকল্প নেই। তবে এখানে সবর মানে কেবল ধৈর্যধারণ নয়। সবর হলো, চরম দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা, বিপর্যস্ত অবস্থায় ঈমানে-আমলে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য অন্তঃকরণকে দৃঢ় রাখা এবং মন্দকে অতিক্রম করে নেক আমল করার শক্ত মনোবল অর্জন করা।

(৩) হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছেন। হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

(৪) হে আমাদের পালনকর্তা, সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সব কিছুর দাতা।

(৫) হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিন আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

এভাবে অলসতাকে পরিহার করে দৈনন্দিন নামায ঠিকমত আদায় করা সবরের অন্তর্ভুক্ত। এতে মন্দ স্বভাবের বিরুদ্ধে দৃঢ়তাও প্রমাণিত হয়। অবশ্যই নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনবরত ধৈর্যধারণ করা সবরের একটি বড় অংশ।

এই দুআ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সবর হচ্ছে বিজয়ের চাবিকাঠি। সবর দৃঢ় মনোবল এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা থেকে উৎসারিত, যা সত্যের পথে দৃঢ়পদ রাখে এবং সুনিশ্চিত বিজয়ের দিকে নিয়ে যায়। অবশ্য এ পথে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য মহান আল্লাহর অনুগ্রহ প্রয়োজন। এজন্যই এ দুআ।

৩। সূরা বাকারা, ২:২৮৬।
মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযি এবং মুসতাদারক হাকিম কিতাবে অনেকগুলো হাদীস থেকে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের অগণিত ফযিলত সম্পর্কে জানা যায় যেখানে এই দুআগুলো রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে এগুলো সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিরাজের রাত্রিতে আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে দান করেছেন। এরকম কোনো দুআ অতীতের আর কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি।